গীবাত, চোগলখোরী, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী কুসংস্কার থেকে সাবধান

গীবাত, চোগলখোরী, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কার থেকে সাবধান!

লেখক
হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া

প্রকাশিকা ঃ তানিয়া, সাদিয়া ও সাফিয়া
৮৩, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

পরিবেশনায় ঃ আরিফ আরাফাত আসাদ প্রকাশনী
বংশাল, ঢাকা-১১০০ ।

প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ – এপ্রিল ২০০৬ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ – জানুয়ারি, ২০১২ ঈসায়ী

মুদ্রণ ঃ জায়েদ লাইব্রেরী, ৫৯ সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১১৯৮-১৮০৬১৫

বিনিময় ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র ।

অভিমত

প্রখ্যাত আলিম শাইখুল হাদীস আব্দুল মান্নান বিন হিদায়াতুল্লাহ সাহেব বলেন ঃ

আমি জনাব হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব হাফিযাহুল্ল-হ'র রচিত গীবাত, চোগলখোরি, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কার থেকে সাবধান গ্রন্থখানা শ্রবণ করি। শ্রবণ করার পাশাপাশি আমার মুখ হতে বের হয় এটা একমাত্র আল্ল-হর ফযলে যা তার দান। তার চির ফসল যাকে ইচ্ছা দান করেন। সত্যিকারে যে হাফিয সাহেবের প্রতি আল্ল-হর বিশেষ ফযল রয়েছে তা একমাত্র ভাবুক চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই অনুধাবন করবেন। তিনি তো একমাত্র কুরআন হিফ্যকারী হাফিযের মত একজন হাফিয। এ সত্যেও শীর্ষের সনদপ্রাপ্ত আলিম ফাযিলগণ কর্তৃক যা ইসলামের সেবা সম্ভব হয় না তিনি একাধিক্রমে তা করেই চলেছেন। গীবাত, চোগলখোরি, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কার সমাজকে কলুষিত ও বিষাক্ত করে সমাজের মেরুদণ্ড একতার মূলে যে কুঠারাঘাত করে তাই আল্ল-হ ও তাঁর রসূল সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসবের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আর ঐ সব কতর্কবাণী যুগে যুগে কালে কালে আল্ল-হ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী মাওলানা মনীষীগণ ওয়াজ নাসীহাত ও লেখনির মাধ্যমে প্রচার কাজ অব্যাহত রেখেছেন জনাব হাফিয সাহেব তাবলীগের দায়িত্ব পালনার্থে এসব 'আলিম ও মনীষীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গীবাত, চোগলখোরি, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করার প্রয়াস পান। আল্ল-হ তার এ সৎ শ্রম কবূল করে পরকালে নাযাতের ওয়াসীলাহ করে দেন। আরো তাকে বিভ্রান্ত, দিশেহারা সমাজের সেবা করার তাওফীক্ব দান করুন— আমীন।

আল্ল-হর রহমাতের ও আপনাদের দু'আর ভিখারী।

আব্দুল মান্নান বিন হিদায়াতুল্লাহ

সূচীপত্র

গীবাত ও চোগলখোরি প্রসঙ্গ

ভূমিকা — ৫
গীবাত কাকে বলে? — ৬
চোগলখোরি কাকে বলে? — ৬
গীবাত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য — ৭
গীবাত ও চোগলখোরের ভয়াবহ পরিণাম — ৭
চোগলখোর আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা — ৮
চোগল খোর থেকে সাবধান — ৮
গীবাত ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ — ৯
মৃত ব্যক্তির দুর্নাম করাও গুনাহ — ৯
গীবাত শ্রবণ করাও গুনাহ্ — ১০
গীবাত থেকে বাঁচার উপায় — ১০
গীবাত প্রতিহত করার ফাযীলাত — ১০
গীবাতকারীর পরিণাম — ১১
কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গীবাত জায়িয আছে? — ১১
গীবাত ত্যাগের উপকারিতা — ১২
গীবাতের কাফ্ফারা — ১৩
বাছ-বিচার না করে এবং বেশি কথা বলার পরিণতি — ১৩
কথা কম বলার উপকারিতা — ১৩
চোগলখোর থেকে সাবধান! — ১৪
নিজের ত্রুটি ও বিচ্যুতি নিয়ে চিন্তিত থাকার উপকারিতা — ১৫

যবান প্রসঙ্গ

ভূমিকা — ১৬
কথার গুরুত্ব — ১৬
ফেরেশতারা সকল কথা রেকর্ড করছেন — ১৭
কথা ধীরে এবং কণ্ঠস্বর সুন্দর ও স্পষ্ট হওয়া চাই — ১৭
সর্বাবস্থায় সত্য ও হাক্ব কথা বলা — ১৮
নিজে 'আমাল না করে অন্যকে বলা অন্যায় — ১৮
ঝগড়াটে ও অশ্লীলভাষীরা নিকৃষ্ট লোক — ১৯
অর্থহীন কথা পরিহার করতে হবে — ১৯
অশ্লীল ও অনর্থক কথা বলা এবং মিথ্যা রটানোর পরিণাম — ২০
নিষিদ্ধ কসম — ২১
ওয়াদাহ রক্ষা না করা মুনাফিক্বী — ২১
মিথ্যা কথা এবং গালি দেয়া কাবীরাহ গুনাহ — ২২
যে অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়িয — ২২

সূচীপত্র

গীবাত ও চোগলখুরী থেকে সাবধান ———— ২৩
কারও সামনে কানা-কানি করে কথা বলা নিষেধ ———— ২৪
শুনা কথা ও প্রমাণবিহীন কথা প্রচারের পরিণাম ———— ২৪
প্রশংসা করার সতর্কতা ———— ২৫
যবানের হেফাযতের উপকারিতা ———— ২৫
কথা কীভাবে বলতে হবে ———— ২৬
কথা শুনার আদব ———— ২৬

ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কার থেকে সাবধান!

ভূমিকা ———— ২৭
কু-সংস্কার কাকে বলে? ———— ২৭
কুসংস্কারের পরিণতি ———— ২৭
- শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন চিহ্ন নিয়ে কু-সংস্কার ———— ২৮
- খাওয়া দাওয়ায় কু-সংস্কার ———— ২৮
- মেয়েদের কু-সংস্কার ———— ২৮
- বিয়ে-শাদীতে কু-সংস্কার ———— ২৯
- দিবস পালনের নামে কু-সংস্কার ———— ২৯
- দোকানে কু-সংস্কার ———— ২৯
- ছেলেদের ফ্যাশনে কু-সংস্কার ———— ২৯
- মেয়েদের ফ্যাশনে কু-সংস্কার ———— ৩০
- ধর্মের নামে কু-সংস্কার ———— ৩০
- রাষ্ট্রীয় কু-সংস্কার ———— ৩০
- সফর বা যাত্রাকালে কু-সংস্কার ———— ৩০
- পরীক্ষা সংক্রান্ত কু-সংস্কার ———— ৩০
- দিন নিয়ে কু-সংস্কার ———— ৩০
- মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কু-সংস্কার ———— ৩১
- ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কু-সংস্কার ———— ৩১
- যৌবনে কু-সংস্কার ———— ৩১
- রাজনৈতিক কু-সংস্কার ———— ৩১
- বাড়িতে কু-সংস্কার ———— ৩২
- শব্দ নিয়ে কু-সংস্কার ———— ৩২
- সংস্কৃতির নামে কু-সংস্কার ———— ৩২
- নাম নিয়ে কু-সংস্কার ———— ৩২
- বিবিধ কু-সংস্কার ———— ৩২

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মানুষের অধিকাংশ কথায়ই হচ্ছে– গীবাত এবং এমন লোক কমই পাওয়া যাবে যে, তাঁরা একের কথা অন্যের কাছে চোগলখোরি না করে থাকেন। গীবাত ও চোগলখোরি দ্বারা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হয়, একের প্রতি অন্যের বিদ্বেষভাব জন্মে, সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়, বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় ইত্যাদি। অথচ এ দু'টো (গীবাত ও চোগলখোরি) যে কত বড় অপরাধ এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ মোটেই সচেতন নন। এর পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসূল বার বার সাবধান করেছেন। অথচ সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাতসহ অনেক 'আমাল করেও অধিকাংশ লোক এ অপরাধ থেকে মুক্ত নন। এগুলো যে কাবীরা গুনাহ্'র অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কেও অজ্ঞাত। তাই এ সম্পর্কে সর্ব সাধারণকে সচেতন করে এ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাগিদ প্রদানই আমার এ লিখার উদ্দেশ্য।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি "গীবাত, চোগলখোরী, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কার থেকে সাবধান!" নামক পুস্তক লিখতে যেয়ে যেসব মনীষীদের গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে এবং আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা'র বিশাল গ্রন্থ ভাণ্ডারের প্রতি। বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানাবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

বিনীত
গ্রন্থকার

بسم الله الرحمن الرحيم

গীবাত ও চোগলখোরি প্রসঙ্গ

গীবাত কাকে বলে?

'গীবাত' আরবী শব্দ। বাংলায় একে 'পরনিন্দা' বলা হয়। কোন মানুষের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাকে বলা হয় গীবাত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গীবাত কি, তা কি তোমরা জান? সহাবারা উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ গীবাত হলো তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপসন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এটাও কি গীবাত হবে? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলেই সেটা হবে গীবাত। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে, সে ক্ষেত্রে সেটা হবে তার প্রতি দেয়া মিথ্যে অপবাদ। (মুসলিম, তিরমিযী হাঃ ১৮৮৪, মিশকাত হাঃ ৪৬১৭)

অবশ্য শুভাকাঙ্ক্ষীর দৃষ্টি নিয়ে কোন মুসলিমকে তার দোষ-ত্রুটির কথা বললে স্বভাবত এতে সে খারাপ মনে করে না। কেননা এরূপ বলার উদ্দেশ্য সংশোধন। কিন্তু যদি কাউকে সমাজের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হয়, তাহলে এটা হবে তার মনোকষ্টের কারণ। তাই কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা জায়িয নয়। এ থেকে এ কথা ধারণা করা ঠিক হবে না যে, উপস্থিতিতে কাউকে নিন্দা বা দোষারোপ করা জায়িয আছে। কেননা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে কাউকে কষ্টদায়ক কথা বলাকে দোষারোপ বলা হয় এবং তা জায়িয নেই।

চোগলখোরি কাকে বলে?

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাযালী (রহঃ) বলেছেন– "একজনের কথা অপরজনের নিকট বিকৃত করে বলাকে চোগলখোরি বলে। যেমন বলা হলো, অমুক তোমার সম্পর্কে এই এই কথা বলেছে। চোগলখোরি শুধু মুখে বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বিভিন্নরূপ হতে পারে। এমন কোন কিছু প্রকাশ করে দেয়াকে চোগলখোরি বলে যার প্রকাশ হওয়া যার নিকট থেকে প্রকাশ করা হয়, সে অথবা যার কাছে প্রকাশ করা হয় সে বা তৃতীয় কেউ তা অপসন্দ করে। চোগলখোরির প্রকাশ কথায়, চিঠিপত্রে, ইশারা-ইঙ্গিতে বা কাজেকর্মে ইত্যাদি নানাভাবে হতে পারে। কোন প্রকার দোষত্রুটি সম্বন্ধে হতে পারে, আবার দোষত্রুটি ছাড়া অন্য বিষয়ও হতে পারে। মূল কথা হলো– কারো গোপন রহস্য যা সে প্রকাশ করতে চায় না তা প্রকাশ করে দেয়াকে চোগলখোরি বা কুৎসা রটনা বলে। অপরের দোষ-ত্রুটি ছাড়া অন্য বিষয়ও হতে পারে। অপরের দোষত্রুটি দেখা গেলে

মানুষের উচিত চুপ থাকা তবে যদি দেখা যায় যে, এটা প্রকাশ করে দিলে মুসলিম জনতার উপকার হবে অথবা অপরাধ রোধ করা যাবে, তাহলে অবশ্য তা প্রকাশ করতে হবে। (কিতাবুল কাবায়িরি– ২০১ পৃষ্ঠা)

গীবাত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য

গীবাত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য এই যে, "দুই ব্যক্তির মাঝে সংঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে অপরজনের নিকট বলাকে" চোগলখোরি বলে এবং কোন ব্যক্তির দোষ তার অনুপস্থিতিতে গেয়ে বেড়ানোকে গীবাত বলে। অতএব যেখানে চোগলখোরি হয় সেখানে গীবাতও বিদ্যমান আছে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে এ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে গীবাত ও চোগলখোরির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যাকে গীবাত বলা হয়, তাই চোগলখোরি। কোন কোন মনীষীর মতে অজ্ঞাত দোষ-ক্রটি ফাঁস করে দেয়াকে চোগলখোরি বলে।

গীবাত ও চোগলখোরের ভয়াবহ পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَاتَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ أَن يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْه مَيْتًا، فَكَرِهْتُمُوْهُ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ *

গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেও কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ ক্বুবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরাহ ঃ আল-হুজরাত-১২)

وَلَاتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِه عِلْم، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا *

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরাহ ঃ বনী ইসরাঈল-৩৬)

আব্দুর রহমান ইবনু গানম ও আসমা বিনতি ইয়াযীদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারাই আল্লাহর উত্তম বান্দা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা যারা চোগলখোরি করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ আনতে প্রয়াস পায়। (আহমাদ, বায়হাকী, মিশকাত হাঃ ৪৬৫৭)

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মাদীনার একটি বাগান থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন লোকের চীৎকার শুনলেন। এদের ক্ববরে 'আযাব দেয়া হচ্ছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রকাশ্যতঃ কোন বড় বিষয়ের কারণে এদের 'আযাব দেয়া হচ্ছে না। আসলে তা খুব বড় গুনাহ (কাবীরা গুনাহ)। এদের একজন প্রস্রাব থেকে বেঁচে চলত না (অর্থাৎ পবিত্রতা সতর্কতা অবলম্বন করত না), আরেকজন চোগলখোরি করে বেড়াত। (বুখারী হাঃ ৫৬২০)

হাম্মাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ একদিন আমরা হুযাইফা (রাযিঃ)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর কাছে বলা হলো, একজন লোক মানুষের কথা 'উসমান (রাযিঃ)-এর নিকট বলে থাকে (অর্থাৎ চোগলখোরি করে থাকে)। তখন হুযাইফা (রাযিঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী হাঃ ৫৬২১, মুসলিম হাঃ ২০০)

চোগলখোর আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা

আব্দুর রহ্মান ইবনু গানম ও আস্মা বিনতি ইয়াযীদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারাই আল্লাহর উত্তম বান্দা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ দেয়ার চেষ্টা করে। (আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হাঃ ৪৬৫৭)

চোগল খোর থেকে সাবধান

এক ব্যক্তি এক গোলাম ক্রয়ের জন্য বাজারে গিয়ে দেখলো যে, বিক্রয়ের জন্য একটি গোলাম আছে এবং সে ডেকে ডেকে বলছে যে, চোগলখোরী করা ব্যতীত তার অন্য কোন দোষ নেই। সে এটাকে সামান্য ত্রুটি মনে করে খরিদ করে আনলো। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে তার মালিকের স্ত্রীকে বললো, আমার মালিক (আপনার স্বামী) আর একটা বিয়ে করতে চান। তিনি আপনাকে ভালবাসেন না। আপনি যদি তার ভালবাসা পেতে চান তাহলে তিনি যখন ঘুমিয়ে থাকবেন তখন একটি ক্ষুর দিয়ে দাড়ির নিচ এবং গলার নিম্নভাগ থেকে এক গোছা দাড়ি কেটে এনে নিজের সাথে রাখবেন। তবে তিনি আপনাকে ভালবাসবেন এবং দ্বিতীয় বিয়ে করবেন না। অতঃপর মেয়ে লোকটি মনে মনে এই চিন্তা করতে লাগলো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে তার স্বামী ঘুমালে সে গিয়ে দাড়ি কেটে আনবে। তারপর গোলামটি মহিলার স্বামীর নিকট গিয়ে বললো, প্রভু হে! আপনার বেগম সাহেবা (প্রভুপত্নি) এক লোকের সাথে গোপন প্রেমে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তার প্রতি তিনি খুব আসক্ত। তিনি আপনার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের

উদ্দেশ্যে আজ রাতে আপনাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তবে ঘুমের ভান ধরে শুয়ে থাকবেন তাহলেই দেখতে পাবেন সে কি নিয়ে যবেহ করার জন্য আসছে। তার মালিক তার কথা বিশ্বাস করলেন এবং রাতে ঘুমের ভান করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মহিলা একটি ক্ষুর নিয়ে গলা থেকে দাড়ি কেটে আনার জন্য তার কাছে গেল। তখন মালিক মনে মনে ভাবলো যে, আল্লাহর ক্বসম গোলাম ঠিকই বলেছে। তারপর মহিলা ক্ষুরটি তার গলায় রাখলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তার হাত থেকে ক্ষুরটি নিয়ে তাকে যবেহ করে দিলেন। এবার মহিলার আত্মীয়-স্বজন এসে মহিলাকে নিহত অবস্থায় দেখে তাকেও হত্যা করলো এবং দুই পরিবারের মাঝে মারামারি ও হানাহানি বেধে গেল। আর এত বড় দাঙ্গার কারণ হলো এ পাপিষ্ঠ চোগলখোর গোলাম।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা চোগলখোরকে কুরআন মাজীদে ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন।

"যদি কোন ফাসিক্ব (সত্যত্যাগী পাপাচারী) তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না করো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও" (সূরাহঃ হুজরাত- ৬)। (কিতাবুল কাবায়ীর ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপা ২০৩ ও ২০৪ পৃষ্ঠা)

গীবাত ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গীবাত বা পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ। সহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! গীবাত কিভাবে ব্যভিচার থেকে গুরুতর অপরাধ হতে পারে? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ব্যভিচার করার পর মানুষ আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করলে আল্লাহ তা ক্ববূল করেন। কিন্তু গীবাতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত সে ব্যক্তি (যার গীবাত করা হয়েছে) ক্ষমা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন না। (মিশকাত হাঃ ৪৬৫৯)

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, গীবাত কত গুরুতর অপরাধ।

মৃত ব্যক্তির দুর্নাম করাও গুনাহ

'আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করো না। কেননা তারা তাদের কৃতকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। (বুখারী হাঃ ১৩০৩)

কুরআন মাজীদে গীবাত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়ার সমতুল্য বলা হয়েছে। তাই গীবাত থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

গীবাত শ্রবণ করাও গুনাহ্

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ *

"তারা কোন অসার বাক্য শুনলে তা উপেক্ষা করে চলে যায়।" (সূরা ঃ আল-ক্বাসাস– ৫৫)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ *

"(তারাই মু'মিন) যারা অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকে।" (সূরা ঃ মু'মিনূন– ৩)

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً *

"নিশ্চয়ই শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ সব কিছুর জন্যই জওয়াবদিহি করতে হবে।" (সূরা ঃ বানী ইসরাঈল– ৩৬)

গীবাত কোন অবস্থায় জায়িয নেই। উপস্থিতিতে কাউকে দোষারোপ করার চেয়ে কথা বললে তার জওয়াব দেয়ার কেউ থাকে না। ফলে যে দোষ বা ত্রুটির কথা বলা হচ্ছে, তা সত্য না মিথ্যা বোঝার আর উপায় থাকে না। গীবাতকারীর মত গীবাত শোনাও গুনাহের কাজ। কোন ব্যক্তি যখন কারো গীবাত করে থাকে, তখন শ্রোতাদের উচিত গীবাতকারীকে গীবাত থেকে বিরত রাখা। এ ক্ষেত্রে গীবাতের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ্ গীবাত চর্চা সমাজ থেকে ক্রমেই কমে যাবে।

গীবাত থেকে বাঁচার উপায়

(১) সর্বাবস্থায় রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখা; (২) হিংসা বিদ্বেষ ও অহংকার কঠোরভাবে পরিহার করে চলা; (৩) শুনা বা লিখিত কোন খবর যাঁচাই বাছাই না করে বিশ্বাস করা; (৪) নিজেকে সবচেয়ে নগণ্য ভাবা এবং অপরকে খাটো না করা; (৫) হাসি-ঠাট্টায়ও পরনিন্দামূলক কথা না বলা; (৬) কারো কোন ভুল-ত্রুটি হলে সাহস করে দ্রুত তাকে জানানো অথবা তাকে সংশোধন করা; (৭) বেহুদা কথা ও অযথা সময় নষ্ট না করা; (৮) সময় সুযোগ পেলেই আল্লাহর যিক্‌রে লিপ্ত থাকা; (৯) কুরআন-হাদীস ইসলামী বই-পুস্তক নিয়মিত পাঠ করা; (১০) আত্মপ্রশংসার আশা না করে নিজের অসংখ্য ভুলের বা গুনাহের কথা স্মরণ করে বার বার তাওবাহ্ করা ইত্যাদি।

গীবাত প্রতিহত করার ফাযীলাত

আসমা বিনতি ইয়াযীদ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার গোশ্‌ত খাওয়া হতে অন্যকে প্রতিহত করবে, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর এই দায়িত্ব হয়ে যায় যে, তাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দেন। (বায়হাক্বী, মিশকাত হাঃ ৪৭৬৪)

গীবাতকারীর পরিণাম

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আমার প্রতিপালক আমাকে মিরাজে নিয়েছিলেন তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মতো। যা দ্বারা তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিলো। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরা সেইসব ব্যক্তি যারা দুনইয়াতে মানুষের গোশ্‌ত খেত এবং তাদের ইয্‌যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। (আবূ দাউদ হাঃ ৪৮০১, মিশকাত হাঃ ৪৮২৫)

এখানে মানুষের গোশ্‌ত খাওয়ার অর্থ অন্যের গীবাত করাকে ও তাদের সুনাম ও খ্যাতি নষ্ট করার চেষ্টায়রত থাকাকে বুঝানো হয়েছে।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গীবাত জায়িয আছে?

১) মাযলূম কর্তৃক যালিমের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করা।

২) যোগ্য 'আলিমগণের নিকট ফাতাওয়া চাওয়ার সময় ঘটনার বিবরণ দিতে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনার প্রয়োজন হলে তা বর্ণনা করা।

৩) প্রকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি যাতে পুরো সমাজকে মন্দ কাজে জড়িত করতে না পারে, সে জন্য সে পাপাচারের কথা ও প্রকাশ করা, সাধারণ মানুষকে কোন অনিষ্টকর লোকের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তার সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

৪) কোন ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোন দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে পরিচয় করিয়ে দেয়া জায়িয। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি এভাবে কারো পরিচয় দেয়া জায়িয। তবে খাটো করার বা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটির উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেটাই উত্তম।

৫) কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসিকী ও বিদ'আতী কাজ করে। যেমন প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর যুল্‌ম করে, কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বক হরণ করে, জনসাধারণের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে চাদা আদায় করে, অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় ইত্যাদি। এই ব্যক্তির কার্যকলাপের আলোচনা করা যাবে। তবে তার কৃত কুকর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলা জায়িয নয়। এসবের দলীল হচ্ছে– (ক) "আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও। এ ব্যক্তি নিজ বংশের খুবই নিকৃষ্ট লোক।" (বুখারী হাঃ ৫৬১৯)

(খ) "আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– অমুক অমুক

ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের কিছু জানে বলে আমি মনে করি না।"
(বুখারী হাঃ ৫৬৩২)

(গ) "আয়িশাহ (রাযিঃ) আরো বলেন যে, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আবূ সুফিয়ান খুবই কৃপণ লোক। সে আমার ও আমার ছেলে-মেয়েদের সংসার খরচ ঠিকমত দেয় না। তবে আমি তার অজান্তে তা থেকে নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করি। তিনি বলেন– স্বাভাবিকভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুই নিবে।"
(বুখারী হাঃ ৬৬৬৭)

উল্লেখ্য, এসব ক্ষেত্র ব্যতীত গীবাত বা পরনিন্দা করা থেকে প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। (সূত্রঃ রিয়াযুস স্বলেহীন, ইসলামিক সেন্টার ৪র্থ খণ্ড ৫২-৫৪ পৃষ্ঠা)

গীবাত ত্যাগের উপকারিতা

গীবাত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) গীবাত করা যিনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব যে ব্যক্তি গীবাত ত্যাগ করল সে যিনার চেয়েও মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করল।

২) কোন ব্যক্তি গীবাত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "মু'মিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়।" (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হাঃ ২২৩৩)

অতএব কোন ব্যক্তি গীবাত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারে না। ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।

৩) গীবাত করা অপর মুসলিম ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবাত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।

৪) গীবাতের ফলে সিয়ামের (রোযার) মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ 'ইবাদাত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবাত পরিহার করল সে তার সিয়ামকে রক্ষা করল।

৫) গীবাতের মাধ্যমে গীবাতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে। অতএব যে ব্যক্তি গীবাত ত্যাগ করল সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকল।

৬) যে ব্যক্তি নিজের যবানকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং মানুষের গীবাত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমানিত হয়। অতএব গীবাত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

গীবাতের কাফ্ফারা

অবশ্য কারো দ্বারা এরূপ গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি জীবিত থাকলে এবং তার নিকট মাফ করিয়ে নেয়া সম্ভব হলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। কিন্তু যদি সে মারা গিয়ে থাকে কিংবা দূর এলাকায় চলে যাওয়ার কারণে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহর নিকট তার গুনাহ্ মাফের জন্য দু'আ করতে হবে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিঃসন্দেহে গীবাতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গীবাত বা কুৎসা রটনা করেছ তার জন্য এভাবে দু'আ করবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ্ মাফ করে দাও। [মিশকাত হাঃ ৪৬৬০ (সানাদ সূত্র দুর্বল)]

বাছ-বিচার না করে এবং বেশি কথা বলার পরিণতি

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, বান্দাহ যখন ভালো-মন্দ বিচার না করেই কোন কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত গভীরে নিয়ে যায় যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৬০২)

যায়দ ইবনু আসলাম আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, পূর্বদিক হতে দু'জন লোক আগমন করল। তারা বক্তৃতা দান করল এবং তাদের বক্তৃতায় জনসাধারণ আশ্চার্যান্বিত হল। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃসন্দেহে কোন কোন বক্তৃতা যাদুর মতো ক্রিয়া করে।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপা, ১ম খণ্ড ৭১১ পৃষ্ঠা)

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য অপকারী, উপকারী নয়। তবে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং আল্লাহর যিক্রই তার জন্য লাভজনক। (তিরমিযী হাঃ ২৩৫৪)

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র যিক্র ছাড়া বেশি কথা বলো না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র বা স্মরণশূন্য বেশি কথা-বার্তা মনকে পাষাণ করে দেয় আর পাষাণ হৃদয় ব্যক্তি আল্লাহ থেকে সর্বাধিক দূরে। (তিরমিযী হাঃ ২৩৫৩)

কথা কম বলার উপকারিতা

মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে। (বুখারী হাঃ ৫৬৯৬)

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বলেন, (প্রকৃত) মুসলিম সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। (বুখারী হাঃ ৬০৩৪)

সাহল ইবনু সা'দ (রাযিঃ) হত বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের (জিহ্বা বা বাকশক্তি) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের (যৌনাঙ্গ) নিশ্চয়তা দিতে পারবে আমি তার জান্নাতের জন্য যামিন হতে পারি।

(বুখারী, তিরমিযী হাঃ ২৩৫০)

'উকবা ইবনু 'আমির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মুক্তির উপায় কি? তিনি বলেন– তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ, তোমার বাসস্থান যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় এবং তোমার অপরাধের জন্য কান্নাকাটি কর। (তিরমিযী হাঃ ২৩৪৮)

চোগলখোর থেকে সাবধান!

যদি কোন লোক কারো নিকট গিয়ে চোগলখোরি আরম্ভ করে, তখন তার নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা উচিত। যথা–

১) তাকে বিশ্বাস করবে না। কেন না সে চোগলখোর, পাপাচারী। এমন ব্যক্তির খবর গ্রহণের অযোগ্য।

২) তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে হবে এবং তার কাজ যে জঘন্য ও খারাপ তা তাকে বোঝাতে হবে।

৩) তাকে ঘৃণা করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কেননা সে আল্লাহর নিকট ঘৃণার পাত্র। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা করা ওয়াজিব।

৪) যার সম্পর্কে চোগলখোরি করা হবে তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা গ্রহণ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ *

"তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান পাপ।" (সূরা ঃ হুজরাত– ১২)

৫) তার নিকট যা বলা হয়েছে তার সত্যতা যাঁচাই করার পরও এর পিছনে লেগে থাকবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না।"

৬) চোগলখোর লোকটি যা বলেছে তাতে রাযি না হওয়া এবং তার রটিত কুৎসা সম্পর্কে অন্যকে অবহিত না করা। একবার এক ব্যক্তি 'উমার

ইবনু আব্দুল 'আযীয (রহঃ)-এর নিকট এসে অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু কথা বলল। তিনি বললেন– "ওহে, তুমি যদি ভাল মনে করো তবে আমি এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি। যদি তোমার অভিযোগ সত্য হয় তবে এ আয়াতে বর্ণিত লোকদের পর্যায়ে পড়বে–

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا *

"যদি তোমাদের নিকট পাপাচারি ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা বাছাই করে দেখবে।" (সূরা ঃ হুজরাত– ৬)

আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে তুমি নিম্ন বর্ণিত আয়াতে উল্লিখিত লোকদের পর্যায় পড়বে–

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ *

"আড়ালে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়।"
(সূরা ঃ আল-ক্বালাম– ১১)

যদি তুমি চাও তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। তখন লোকটি বলল– "হে আমিরুল মু'মিনীন! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আর কোনদিন এ কাজ করব না।"

হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, যে অন্যের কথা তোমার কাছে বলে, মনে রাখবে সে তোমার কথাও অন্যের কাছে বলবে। এ কথাটি একটি প্রবাদবাক্য– যে তোমার কাছে এসে বলে সে অন্যের কাছে গিয়ে বলবে। অতএব তাকে ভয় করো। (কিতাবুল কাবায়ির– ২০১ ও ২০২ পৃঃ)

নিজের ত্রুটি ও বিচ্যুতি নিয়ে চিন্তিত থাকার উপকারিতা

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য অন্যের ত্রুটির প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করে না তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ (মুবারাকবাদ)।
(বাযযার, তাওযীহুল আহকাম৭ম খণ্ড ৪৬০ পৃষ্ঠার বরাতে বুলগুল মারাম হাঃ ১৫১১)

মহান রব্বুল 'আলামীন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জবান হেফাযত করে চলার তাওফিক্ব দিন– আমীন।

যবান প্রসঙ্গ

ভূমিকা

মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে কথার দ্বারা। কথায় এমনই শক্তি রয়েছে যাদ্বারা মানুষকে প্রভাবিত, উত্তেজিত, আশান্বিত, আশ্চর্যান্বিত ও হতাশ করা যায়। কথার দ্বারা মানুষ সমাজে আলোচিত ও প্রশংসিত অথবা সমালোচিত ও বিতর্কিত হয়। তাই মুখের কথাকে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার বলা যেতে পারে।

আরবীতে একটা প্রবাদ আছে, "বল্লমের আঘাত শুকায় কিন্তু মানুষের কথার আঘাত শুকায় না।"

বর্তমান সমাজে একে অপরের প্রতি হিংসা, স্বার্থ হাসিলের জন্য হানাহানি, ষড়যন্ত্র করে স্থায়ীভাবে অরাজকতা জিইয়ে রাখা, অপরের অধিকার হরণ করা, অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা, মানুষকে হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাওয়ানো, শত বাধা ও বিপত্তির মধ্যেও উদিত আশার আলোকে আড়াল করা প্রভৃতি কর্মকাণ্ড এ 'কথার' মারপ্যাচ দ্বারাই হচ্ছে।

কথার গুরুত্ব

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (প্রকৃত) মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত (অনিষ্ট) ও মুখ (কথা) থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত) মুহাজির সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে। (বুখারী-হাঃ ৬০৩৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাহ (কখনও কখনও) এমন কথা বলে যাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি রয়েছে, অথচ সে এর গুরুত্ব জানে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দাহ (কোন কোন সময়) এমন কথাও বলে যাতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে, অথচ সে এর অনিষ্টতা সম্পর্কে জানে না, কিন্তু সে কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। (মিশকাত হাঃ ৪৬০২)

তাই যারা মু'মিন তারা কথা বলে বুঝে শুনে ও পরিণতির কথা স্মরণ করে। কেননা, মহাবিচারের দিন মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব নেয়া হবে। যারা মু'মিন নয় তারা যাচ্ছে তাই ভেবে কথা বলে এবং তারা মনে করে মুখ দিয়ে যাচ্ছে তাই বলা এটা তার বাক স্বাধীনতা। কিন্তু তারা ভাবে না যে, যা ইচ্ছা তা বলার নাম বাক স্বাধীনতা নয়। আর আল্লাহ মহান রব্বুল 'আলামীন তাকে এ অধিকারও দেননি। কেননা এটা কারো জন্যই কল্যাণকর নয়।

ঠিক তেমনিভাবে রাষ্ট্রও তাকে অধিকার দেয়নি যে, সে ইচ্ছে করলে দেশের

আইন-কানুন মানবে, ইচ্ছে করলে মানবে না। অথবা কারো হাত আছে, শক্তি আছে, প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, তাই যাকে ইচ্ছা মারবে, যার উপর ইচ্ছা যুল্‌ম অত্যাচার চালাবে, অন্যের অধিকার হরণ করবে। অথবা কারো ক্ষুধা লেগেছে তাই মুখ আছে সে যেভাবে পারবে খাদ্য-কুখাদ্য যেখান থেকে পাবে খাবে।

অতএব যা ইচ্ছে তাই কথা বলে সমাজে নৈরাজ্য, অশান্তি, অনৈক্য সৃষ্টি করে আগুনের লেলিহান শিখা না ছড়িয়ে, সংযত হয়ে দায়িত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কথা বলে সমাজে ঐক্য সৌহার্দ, সম্প্রীতি রক্ষা করা সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব।

ফেরেশতারা সকল কথা রেকর্ড করছেন

আল্লাহ তা'আলাহ বলেন ঃ

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ *

যখন দুই মালাইকা ডানে ও বামে বসে তার আ'মাল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (সূরাহ ঃ ক্বাফ- ১৭-১৮)

আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমাকে সংক্ষিপ্ত কিছু উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি সলাতে দাঁড়াবে, তখন সেই সলাত নিজের জীবনের শেষ সলাত মনে করে আদায় করবে। এমন কথা মুখ দিয়ে বের করবে না, যার দরুন আগামীকাল (ক্বিয়ামাতের দিন) ওযরখাহি (ক্রটি স্বীকার) করতে হবে এবং মানুষের হাতে যা আছে তা হতে তোমার নৈরাশ্যকে সুদৃঢ় করে নাও। (মিশকাত হাঃ ৪৯৯৮)

কথা ধীরে এবং কণ্ঠস্বর সুন্দর ও স্পষ্ট হওয়া চাই

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। (সূরাহ ঃ লুক্বমান-১৯)

অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট কথায় সকলেরই কষ্ট হয়। তাই কথা সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট করে বলতে হবে। যাতে অন্যে সহজে বুঝতে পারে। সব সময় পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে শুনে কথা বলতে হবে। কখনও গোলমালের মধ্যে কথা বলা উচিত নয়। যেন লোককে এ কথা বুঝার জন্য বার বার জিজ্ঞাসা করতে না হয়। কেউ কেউ কিছু কথা খুব জোরে বলে, আবার কিছু কথা আস্তে বলে অর্থাৎ কোনটা শুনা যায়,

কোনটা শুনা যায় না। এতে শ্রোতারা দ্বিধাগ্রস্ত ও কর্তব্য বিমুঢ় হয়ে যায়। তাই কথার প্রতিটি অংশকেই অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে বলতে হবে।

'আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে (থেমে থেমে) কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গুণতে ইচ্ছা করলে তাঁর কথাগুলোকে শব্দে শব্দে গণনা করতে পারতেন। 'আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে অপর একটি রিওয়ায়াতে তিনি বলেন, অমুক লোকটির (আবূ হুরাইরাহ'র) ব্যাপারটা তোমাকে কি অবাক করবেন না? লোকটি আসলো। তারপর আমার কক্ষের নিকট বসে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলো। আমি তখন নফল সলাতে মশগুল ছিলাম। আমার সলাত শেষ হতে না হতেই লোকটি (আবার) ওঠে চলে গেল। যদি (সলাত শেষে) তাকে আমি পেতাম তবে আমি তাকে জানিয়ে দিতাম যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ন্যায় দ্রুত ও অনর্গল কথা বলতেন না। তিনি ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। (বুখারী- হাঃ ৩৩০৪)

সর্বাবস্থায় সত্য ও হাক্ব কথা বলা

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, এ তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটআত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ–কর্ম সম্পর্কেই অবগত। (সূরাহ ঃ আন নিসা-১৩৫)

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধর। কেননা, সত্য পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাকে 'সিদ্দীক' (সত্যবাদী) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা হতে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপাচারের পথে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে 'কায্যাব' (মিথ্যাবাদী) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। (মিশকাত হাঃ ৪৬১৩)

নিজে 'আমাল না করে অন্যকে বলা অন্যায়

আল্লাহ তা'আলা বলেন হে মু'মিনগণ তোমরা যা করো না তা কেন বল? তোমরা যা করনা, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (সূরাহ ঃ আস সফ, ২-৩)

তাই নিজে না মেনে অন্যকে সে কথা বলা খুবই অন্যায়।

ঝগড়াটে ও অশ্লীলভাষীরা নিকৃষ্ট লোক

'আয়িশাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ভিতরে আসার অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও। গোত্রের সে নিকৃষ্ট ভাই। কিংবা তিনি বলেছেন, গোত্রের সে জঘন্য সন্তান। লোকটি ভেতরে আসলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে নম্র ও ভদ্র কথা-বার্তা বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে (রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম), এ লোকটি সম্পর্কে যা বলার আপনি বলেছেন। তারপর তার সাথে নম্র ও ভদ্রজনোচিত কথা-বার্তা বললেন। তিনি বললেন, "হে আয়িশাহ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হলো সে, যার অশ্লীল ও অশালীন কর্থা-বার্তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। (বুখারী- হাঃ ৫৬১৯)

'আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট সব চাইতে ঘৃণিত ব্যক্তি হলো ঝগড়াটে লোক। (বুখারী- হাঃ ৬৬৮৫)

অর্থহীন কথা পরিহার করতে হবে

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের প্রতিটি কথা তার জন্য অপকারী, উপকারী নয়। তবে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং আল্লাহর যিক্‌রই তার জন্য লাভজনক। (তিরমিযী, হাঃ ২৩৫৪)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবর মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনু খুনাইসের রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদীসটি জানতে পেরেছি।

তাই যে সমস্ত কথা এবং কাজের দ্বারা ইহকাল ও পরকালের কোন উন্নতি সাধন হয় না বা দুনইয়া ও আখিরাতেও কোন উপকার আসে না, সে সমস্ত বিষয়ই ইহকাল ও পরকালের ক্ষতির কারণ এবং অর্থহীন কাজের অন্তর্ভুক্ত। তেমন যে বিষয়গুলোর দ্বারা ক্ষতি-লাভ কোনটিই সাধন হয় না, সেগুলোও অযথা কাজের অন্তর্ভুক্ত এবং ক্ষতিকর। কারণ যে বিষয়গুলো দ্বারা পরকালে ক্ষতি হয়, সেগুলোর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে হিসাব দেয়া এবং সাজা ভোগ করতেই হবে। বরং যেগুলোর দ্বারা লাভ-ক্ষতি কোনটাই হয় না সেগুলোরও হিসাব দিতে হবে। তাই প্রত্যেক মু'মিন মুসলিমের একান্ত কর্তব্য, অযথা কাজে সময় অপচয় না করা। অযথা কথা বলার ক্ষতির আরেকটি দিক হলো- অযথা কথাবার্তা আরম্ভ করলে তা গড়িয়ে বিভিন্ন দিকে চলে যায় এবং এর মধ্যে নানা ধরনের মন্দ কাজের অবতারণা হয়। এমনকি অনেক সময় এতে গীবাত-সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। তাই নীরবতা অবলম্বন করা বা আল্লাহর স্মরণে রত থাকার মধ্যেই কল্যাণ। যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বৈধ তাও অতি সংক্ষেপে এবং স্বল্পাকারে করাই উচিত।

আরবী প্রবাদ আছে যে, "মানুষের কথা জ্ঞানের মাপ কাঠি সেজন্য সকল মানষকে কথা বলার পূর্বে চিন্তা করে বলতে হবে, পরে যেন বোকা বা জ্ঞানহীন সাজতে না হয়।" (সূত্রঃ মুফিদুত ত্বলিবিন)

অশ্লীল ও অনর্থক কথা বলা এবং মিথ্যা রটানোর পরিণাম

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধোঁকাবাজ, কৃপণ, বেহুদা বাক্যালাপকারী, বিদ্রোহী, অহংকার এবং অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (আবূ দাঊদ হাঃ ৪৭২৬)

মুগীরা ইবনু শো'বার লেখক (কেরানী) বলেন, একদা মুয়াবিয়া (রাযিঃ) মুগীরা ইবনু শো'বাকে লিখলেন, আমাকে এমন কিছু (কথা) লিখে পাঠাও যা তুমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছ। তিনি (মুগীরা) তাকে লিখলেন, আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপসন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (২) সম্পদ ধ্বংস করা, (৩) বেশী বেশী যাঞ্চা করা। (বুখারী- হাঃ ১৩৮২)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার মেহমানের আদর-ইজ্জত করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই আত্মীয়ের সম্পর্ক বজায় রাখে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে। (বুখারী হাঃ ৫৬৯৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দাহ এমন একটি কথা উচ্চারণ করে, আর তা শুধু লোকজনকে হাসানোর উদ্দেশ্যেই বলে। ফলে এ কথার দরুণ সে (জাহান্নামের মধ্যে) এতখানি দূরে নিক্ষিপ্ত হবে যতখানি দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যে। বস্তুতঃ বান্দার পিছলানো অপেক্ষা তার মুখ পিছলানো অধিক হয়ে থাকে। (মিশকাত হাঃ ৪৬২৪)

আবূ সা'লাবা খোশানী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম এবং আমার সর্বাপেক্ষা নিকটতম সে ব্যক্তি হবে, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আর আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী সে ব্যক্তি হবে, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র খারাপ। অর্থাৎ অহেতুক বক্ বক্ করে ঠাট্টা বিদ্রূপের ছলে গাল পেঁচিয়ে কথা বলে এবং কথাবার্তায় নিজেকে বড় করে জাহির করে। (মিশকাত হাঃ ৪৫৮৮)

সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, দু'জন লোক আমার নিকট এসে বলতে লাগলো, আপনি (মি'রাজের রাতে) যে লোকটি দেখতে পেয়েছিলেন, তার

মুখ চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। আর সে এমনভাবে মিথ্যা রটাতো যে, দুনিয়ার প্রতি কোণে কোণে তা ছড়িয়ে যেত। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এ মিথ্যাবাদীর অনুরূপ শাস্তি হতে থাকবে। (বুখারী হাঃ ৫৬৫৭)

ইবনু 'উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর যিক্র ছাড়া বেশী কথা বলো না। কেননা আল্লাহর যিক্র ছাড়া বেশী কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর নিঃসন্দেহে কঠিন অন্তরের লোকই আল্লাহ থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে থাকে।
(বায়হাক্বী শুনানুল কুবরা, তিরমিযী হাঃ ২৩৫৩)

আবূ উমামা (রাযিঃ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের দু'টি শাখা। আর অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা মুনাফিক্বীর দু'শাখা। (মিশকাত হাঃ ৪৫৮৭)

তাই সর্বাবস্থায় অশ্লীল ও বেশী কথা বলা এবং মিথ্যা রটানো থেকে সাবধান থাকতে হবে।

নিষিদ্ধ কসম

ইবনু 'উমার (রাযিঃ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাবধান! কাউকেও যদি ক্বসম খেতেই হয় তবে সে যেন আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর নামে ক্বসম না খায়।
(বুখারী হাঃ ৩৫৫১)

ওয়াদাহ রক্ষা না করা মুনাফিক্বী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ *

মু'মিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। (সূরাহ ঃ মায়িদাহ-১)

وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ *

আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি ক্বসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহ্কে জামিন করেছ। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। (সূরাহ ঃ নাহল- ৯১)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুনাফিক্বের 'আলামত তিনটি। (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। (৩) আর তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে। (বুখারী-হাঃ ৩২, মুসলিম-হাঃ ২৪৮৭)

মিথ্যা কথা এবং গালি দেয়া কাবীরাহ গুনাহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ *

সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথা থেকে দূরে সরে থাক। (সূরাহঃ হাজ্জ-৩০)

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন এর দুর্গন্ধে মালাইকা (ফেরেশতা) তার নিকট হতে এক মাইল দূরে চলে যায়। (তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ৪৬৩১)

বায়িদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়িলকে মুরজিআ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ আমার নিকট বর্ণনা করেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুসলিমকে গালাগালি করা বড় গুনাহ, আর তার সাথে মারামারি করা কুফ্রী। (বুখারী- হাঃ ৪৬)

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– (মুসলিম)। অপর মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং মুসলিমে মুসলিমে যুদ্ধ করা কুফরী। (বুখারী হাঃ ৫৬০৯)

উল্লেখ্য শিশুদের মন ভুলানোর জন্য হোক, রসিকতার ছলে হোক, ঋণদাতা থেকে বাঁচার জন্য হোক, কাউকে হাঁসানোর জন্য হোক অথবা কাউকে উপহাস করার জন্য হোক এসব অবস্থায়ও মিথ্যা বলা যাবে না। কেননা– الكذب راس الذنب। সকল পাপের মূল বা উৎস হচ্ছে মিথ্যা। যে মিথ্যা বলতে পারে পাপের এমন কোন কাজ নেই যা সে করতে পারে না। মিথ্যাবাদীর দ্বারা সব ধরনের পাপ কাজ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব।

যে অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়িয

উম্মু কুলসুম বিন্তে উক্বা ইবনু আবূ মু'আইত (রাযিঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে এবং উভয় পক্ষকে ভাল কথা বলে, আর একজনের পক্ষ হতে অপর জনকে উত্তম কথা শোনায় (যদিও এই কথা মিথ্যা হয়)। মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথাটিও বর্ধিত আছে যে, রাবী উম্মু কুলসুম (রাযিঃ) বলেছেন, আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি। (১) যুদ্ধক্ষেত্র, (২) বিবদমান দু'পক্ষের লোকদের মধ্যে মীমাংসার জন্য এবং (৩) স্বামী তার স্ত্রীকে (মনতুষ্টির জন্য) কথাবার্তা বলার সময়। জাবিরের বর্ণিত হাদীস إن الشيطان قد أيس 'ওয়াস্ওয়াসা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ (১) যুদ্ধের সময় এমন কিছু কথা বলা বা প্রচার করা যাতে নিজের সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং অপরদিকে শত্রুদের মনোবল ভেঙ্গে যায়, (২) বিবদমান দু'ব্যক্তির মধ্যে এমনকিছু কথা-বার্তা নিজের পক্ষ হতে আদান-প্রদান করা,যাতে উভয়ে উভয়ের প্রতি শত্রুতা ভুলে যায়, (৩) স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে একে অন্যকে এমন কিছু মিথ্যা কথা বলা, যাতে তাদের পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক-অধিক ভালবাসা ও আস্থা বৃদ্ধি পায়। এ তিন অবস্থায় মিথ্যা বলা বৈধ। (মিশকাত হাঃ ৪৮১১)

গীবাত ও চোগলখুরী থেকে সাবধান

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَاتَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا، فَكَرِهْتُمُوْهُ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ *

গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেও কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পসন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরাহ ঃ আল-হুজরাত-১২)

وَلَاتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا *

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরাহ ঃ বনী ইসরাঈল-৩৬)

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, একবার মাদীনার একটি বাগান থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন লোকের চীৎকার শুনলেন। এদের ক্ববরে 'আযাব দেয়া হচ্ছিল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রকাশ্যতঃ কোন বড় বিষয়ের কারণে এদের 'আযাব দেয়া হচ্ছে না। যদিও আসলে তা খুব বড় গুনাহ (কাবীরাহ গুনাহ্)। 'এদের একজন পেশাব থেকে বেঁচে চলতো না (অর্থাৎ সতর্কতা অবলম্বন করতো না), আরেকজন চোগলখুরী করে বেড়াত। (বুখারী হাঃ ৫৬২০)

হাম্মাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা হুযাইফাহ (রাযিঃ)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর কাছে বলা হলো, একজন লোক মানুষের কথা 'উসমান (রাযিঃ)-এর নিকট বলে থাকে (অর্থাৎ চোগলখুরী করে থাকে)। তখন হুযাইফাহ (রাযিঃ) বললেনঃ আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী হাঃ ৫৬২১, মুসলিম হাঃ ২০০)

কারও সামনে কানা-কানি করে কথা বলা নিষেধ

'আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তিনজন লোক এক সাথে থাকে, তবে দু'জন যেন অপর জনকে বাদ দিয়ে গোপন আলাপ না করে। (বুখারী হাঃ ৫৮৪৪)

তাই যেখানে তিনজন লোক থাকবে সেখানে দু'জন আলাদা হয়ে চুপে চুপে কথা বলবে না। কারণ, তৃতীয়জন ভাববে তারা হয়ত আমার সম্পর্কেই কিছু বলছে। এতে তার কষ্ট হবে। তবে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তৃতীয় জনের অনুমতি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

শুনা কথা ও প্রমাণবিহীন কথা প্রচারের পরিণাম

কোন কথা শুনে যাচাই বাছাই না করে মন্তব্য করা ঠিক নয়। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে শুনা কথা (সত্যতা যাচাই না করেই) বলে বেড়ায়। (মুসলিম)

অনেক লোক এমন আছে যারা অবিশ্বস্ত লোকদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে খুবই পসন্দ করেন। অতঃপর যা শুনে তা মানুষের কাছে অবাধে বলে বেড়ায়। প্রথমতঃ তারা এমন লোকদের নিকট হতে খবর সংগ্রহ করে যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি বলতে কিছু নেই। তারা নিজেরাই স্বয়ং মিথ্যা সংবাদ রচনা করে। আর যারা খবর সংগ্রহ করে অন্যত্র সরবরাহ করে, তারাও অত্যন্ত অসতর্ক। এমনকি অনেক সময় সংবাদও রচনা করে ফেলে এবং সেটিকে অতিরঞ্জিত করে ছড়িয়ে দেয়। অতএব, যারা কোন সংবাদ শ্রবণ করা মাত্রই অন্যের কাছে বর্ণনা করে দিতে অভ্যস্ত, তাদের মিথ্যুক হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না; নিঃসন্দেহে এরা মিথ্যাবাদী। যাদের অন্তরে তাক্বওয়া ও পরহেজগারীর লেশমাত্রও নেই তাদের এমনটা করা তো আশ্চর্য কিছু না; কিন্তু যারা দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর দাবীদার তারাও এ ধরনের কাজে লিপ্ত। তারা এভেবে নিজেদের কাজকে সঠিক মনে করে যে, এ বিষয়ে পাপ হলে বর্ণনাকারী হবে, আমরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকব। অথচ তারা এ বিষয়টি জানে না যে, কোন মিথ্যাবাদীর নিকট থেকে খবর সংগ্রহ করে প্রচার করা মিথ্যাকে সমর্থন করারই নামান্তর।

প্রশংসা করার সতর্কতা

আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে আরেক জনের প্রশংসা করতে শুনলেন এবং লোকটি তার প্রশংসায় বেশী বাড়াবাড়ি করছিল। তখন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ধ্বংস করে দিলে কিংবা সে লোকটির পিঠ ভেঙ্গে দিলে।
(বুখারী হাঃ ৫৬২৫)

আবূ বাক্‌রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; এক ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এক লোকের কথা তুললো এবং তার প্রশংসা করলো। তখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য আক্ষেপ, তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় ভেঙ্গে দিলে। কয়েকবার তিনি এ কথা বললেন। (তারপর বললেন), যদি তোমাদের কারো প্রশংসা করতেই হয়, তবে এতটুকু বলবে যে, আমি এমন এমন ধারণা করি, যদি তার ধারণায়ও এমন হয়। আর আল্লাহ্ তার হিসেব নেবেন। আল্লাহর ওপরে কিছুতেই আর কারো পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত নয়। (বুখারী হাঃ ৫৬২৬)

মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা অত্যধিক প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৬১৫/১৫)

আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ফাসিক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন এবং তজ্জন্য আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। (বায়হাকী, মিশকাত হাঃ ৪৬৪৬/১৫)

যবানের হেফাযতের উপকারিতা

সাহল ইবনু সা'দ আস্-সা'য়েদী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, যে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব নিতে পারল, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম। (বুখারী- হাঃ ৬৩৩৮)

মালিক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছেছে যে, লুকমান হাকীম (আঃ)'কে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা আপনাকে যে মর্যাদায় দেখছি, তা আপনি কীভাবে অর্জন করলেন? তিনি বললেন, সত্য কথা বলা, আমানাত যথাযথ পরিশোধ করা এবং অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করা দ্বারা। (মিশকাত হাঃ ৪৯৯৫)

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চুপ থাকল সে মুক্তি পেয়েছে। (তিরমিযী হাঃ ২৪৪১)

উক্‌বা ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাযাতের উপায় কী? তিনি বললেন, নিজের জিহবাকে আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন কর। (তিরমিযী হাঃ ২৩৪৮)

কথা কীভাবে বলতে হবে

১) যে কথা দ্বারা দ্বীন ও দুন্ইয়ার কোন লাভ নেই এমন কথা মুখ দিয়ে বের না করা, ২) এমন কথা বলা যার মধ্যে কোন দোষ না থাকে, ৩) সর্বাবস্থায় উত্তেজনাকর কথা পরিহার করা, ৪) কথা বলার আগে চিন্তা করে নেয়া আমি কী বলছি আর এর প্রভাব কী হবে। কেননা কোন কোন সময় হালকাভাবে এমন কথা মুখ থেকে বের হয়ে যায় যার দরুন ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়, ৫) বেশী কথা বলা আহম্মকের লক্ষণ তাই বেশী কথা বলা ছাড়তে হবে, ৬) যাচাই বাছাই ও প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা বলা উচিত না। কেননা এর প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌছে, ৭) কারও সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে, তার সামনে বসে বলতে হবে, ৮) কথা বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কথা এত দীর্ঘ না হয়, যাতে শ্রোতা বিরক্ত হয় আর এত সংক্ষিপ্ত করা যাবে না যে, শ্রোতা কথার কোন অর্থই বুঝবে না, ৯) সর্বদা সত্য কথা বলে যেতে হবে, কখনও মিথ্যা বলা যাবে না, ১০) গীবাত, চোগলখুরী ও মুনাফিক্বী নীতি পরিহার করতে হবে, ১১) যদি কেউ গালি বা কটু কথা বলে তাহলে তার জওয়াবে সেভাবে বলা যাবে না, ১২) কারও সাথে অহেতুক বিতর্কে জড়ানো যাবে না এবং যদি প্রতিপক্ষ যুক্তি প্রমাণ না মানে তাহলে সেখানে চুপ থাকতে হবে।

কথা শুনার আদব

১) কেউ কথা বললে অমনোযোগের সাথে শুনা যাবে না। কেননা এতে বক্তা নিরুৎসাহিত ও মন মরা হয়ে যায়, ২) মরুব্বীদের কোন কথা শুনে মন খারাপ না করা। হতে পারে সে কথা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বা সতর্কতামূলক, ৩) যদি কেউ কোন কাজের কথা বলে তবে মুখে মার্জিত ভাষায় অবশ্যই হ্যাঁ অথবা না স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে, ৪) নিজের কথা বেশী না বলে, অন্যের কথা বেশী করে শুনতে হবে এবং কথার মাঝে বাধা না দিয়ে শেষে বলতে হবে ইত্যাদি।

ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কার থেকে সাবধান!

ভূমিকা

অনেকের ধারণা ক্ববরপূজা, পীরপূজাতেই শুধু শির্ক হয়, মিলাদ পড়া, মাযহাব মানাতেই বিদ'আত হয়, যাদু টোনা, জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা, ভবিষ্যতবাণী করায় কুফরী হয়, বাম হাত দিয়ে খাওয়া, গান-বাজনা করা ইত্যাদিই বিজাতীয় রীতিনীতি কিন্তু সমাজে প্রচলিত ঈমান বিধ্বসী কু-সংস্কার মেনে চলার পরিণাম যে কত ভয়াবহ এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ চরমভাবে অজ্ঞ রয়েছে। তাই সর্ব সাধারণকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা এবং প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলামী রীতিতে সকল কাজ করা যে অপরিহার্য এ কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই আমার এই প্রচেষ্টা।

কু-সংস্কার কাকে বলে?

যে সব কাজ প্রথা ও রেওয়াজের ভিত্তিতে করা হয় এবং যা শরী'আত অনুমোদিত ও সমর্থিত নয় এরূপ কাজকে কু-সংস্কার বা রুসূম বলা হয়। কু-সংস্কার সমাজ ও জাতির জন্য মারাত্মক ব্যাধি। একে পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিবাহ-শাদী, আচার-অনুষ্ঠান তথা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন। এর মূলে রয়েছে ইসলামী তাহ্যীব-তামাদ্দুন, দ্বীনি শিক্ষা, ইয়াকীন এবং তদানুযায়ী আ'মলের অভাব।

(দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম– ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ– ১১১ পৃষ্ঠা)

কু-সংস্কার সমাজে আজ এতই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, মানুষ বিভিন্নরূপ ইবাদাত বন্দেগী করার সাথে সাথে অনেকে নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলিম ও ঈমানদার বলে দাবী করেও দেশীয় রীতির নামে, বিভিন্ন উৎসব ও দিবস উৎযাপনের নামে ও ধর্মের নামে প্রচলিত এসব ঈমান বিধ্বংসী কু-সংস্কার মেনে চলাকেও অপরিহার্য্য বলে মনে করে।

কুসংস্কারের পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَن يُّقْبَلَ مِنْهُ *

"ইসলাম ছাড়া অন্য কোন রীতিনীতি যে সন্ধান করলো তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।" (সূরাহ ঃ আলে-ইমরান– ৮৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ *

"তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরের সহযোগী হয়ো না।"
(সূরাহ ঃ আল-মায়িদাহ্– ২)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ (দুনিয়াতে) যে যাকে ভালো বেসেছে, (আখিরাতে) সে তারই সঙ্গী হবে। (বুখারী হাঃ ৫৭২৮)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলো (এমন কঠোরভাবে) অনুসরণ, অনুকরণ করবে যে, এক এক বিঘত ও এক এক গজ (হাত) পরিমাণও (ব্যবধান হবে না)। এমনকি, তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা আরয করলাম। হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহুদ ও নাসারাদের? তিনি বললেন, তবে আর কারা হবে? (বুখারী হাঃ ৬৮০৯)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।' (আহমাদ, আবূ দাঊদ)

সমাজে প্রচলিত ইসলাম বিনষ্টকারী কু-সংস্কারের কয়েকটি নমুনা ঃ

- **শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন চিহ্ন নিয়ে কু-সংস্কার ঃ** ❒ পায়ে তিল থাকলে বিদেশে যাবার সুযোগ হয় মনে করা, ❒ ঘাড়ে তিল থাকলে তার মৃত্যু জবায়ের মাধ্যমে হয়, ❒ ঠোঁটের নিচে তিল, কানের নিচে তিল ও মাশা থাকলে অমঙ্গল হয়, ❒ চোখ টেরা থাকলে ভাগ্যবান হওয়া মনে করা, ❒ নাক বোঁচা থাকলে বেশি করে বিয়ের প্রস্তাব আসে মনে করা, ❒ মেয়ের বাপের মতো চেহারা হলে ভাগ্যবান হবে বলে মনে করা, ❒ হাত চুলকালে টাকা আসবে বলে মনে করা ইত্যাদি।

- **খাওয়া দাওয়ায় কু-সংস্কার ঃ** ❒ ইংরেজদের শিখিয়ে যাওয়া নিয়মে তথা বাম হাত দিয়ে খাওয়া এবং পানি, চা ইত্যাদি পান করা, ❒ নজর লাগবে বলে সামান্য খাবার ফেলে দিয়ে খাওয়া শুরু করা, ❒ বাজারে গিয়ে তরি-তরকারি হাতে নিয়ে ফলের মত হাতের উপর না লাফানো, ❒ খাবার সময় সালাম না দেয়া, ❒ প্লেটের সম্পূর্ণ খাবার শেষ না করে তথাকথিত ভদ্রতার নামে কিছু রেখে দেয়া, ❒ সন্ধ্যার পর বাড়িতে বাজার থেকে মাছ আনলে মাছের সাথে দুষ্ট জ্বিন আসে মনে করা, ❒ খাবার সময় সালাম না দেয়া, ❒ খাবার সময় জিহ্বায় কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিয়েছে ও কাশি দিলে কেউ তাকে স্মরণ করেছে বলে মনে করা।

- **মেয়েদের কু-সংস্কার ঃ** ❒ হিন্দু রমণীদের ন্যায় কপালে টিপ লাগানো, পায়ে আলতা ব্যবহার, ❒ প্রথম সন্তান মেয়ে হলে মন খারাপ করা, ❒ অভাগী

মেয়েদের অলক্ষী পোড়া কপালী বলা, ❒ প্রথম সন্তান গর্ভধারণের সপ্তম মাসে সাতাশা করা, কোন কোন এলাকায় বাধ্যতামূলকভাবে গর্ভধারণের পর মেয়েদের বাড়ি থেকে ছেলেদের বাড়িতে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী পাঠানো, ❒ সন্তান হবার পূর্বে সুন্দর বাচ্চার ছবি দেখলে বাচ্চা সুন্দর হবে ধারণা করা, ❒ গর্ভবতী অবস্থায় কোন কিছু খেতে ইচ্ছা করলে তা না খেলে বাচ্চার লালা পড়বে বলে ধারণা করা, ❒ অবিবাহিতা মেয়েদের পর্দাকে অপরিহার্য্য মনে না করা, ❒ গর্ভাবস্থায় সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ লাগা দেখলে সন্তান পঙ্গু হবে বলে মনে করা ইত্যাদি।

● **বিয়ে-শাদীতে কু-সংস্কার ঃ** ❒ রজবসহ কোন কোন মাসে বিয়ে অনুষ্ঠান না করা, ❒ হিন্দুদের আগুন পূজার ন্যায় বিয়ের লগন অনুষ্ঠানে কুলাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে কনের চেহারার সামনে দিয়ে ঘোরানো, ❒ সবার সামনে বর কনেকে সলাত পড়ানো, ❒ কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা বর-কনে পরস্পর পরস্পরকে ভাতের দানা খাওয়ানো, জামাইয়ের ঝুঁঠা বা এঁঠো ভাত নিয়ে কনেকে খাওয়ানো, ❒ বর ও কনে একে অপরের সাথে মালা বদল করা, ❒ গেট ধরে জামাইয়ের জুতা খুলিয়ে টাকা-পয়সা নেয়া, ❒ সিংহাসন বানিয়ে তাতে জামাইকে বসিয়ে টাকা আদায় করা, ❒ গায়ে হলুদের দিন (বিয়ের আগের দিন) নারী পুরুষ একসঙ্গে গায়ে হলুদ মাখানো, ❒ বরকে ভাবীদের দ্বারা হলুদ মাখানো ও গোসল দেয়া ❒ স্ত্রীকে নগদ মহরানা না দেয়া বা ইচ্ছাকৃত বাকী রাখা, ❒ যৌতুক দাবী করা ও নেয়া, ❒ বিয়ে করতে যাওয়ার আগে বরকে পিঁড়িতে দাঁড় করানো, দৈ ভাত খাওয়ানো, বরের মাথায় হাত দিয়ে মার শপথ করা, ❒ গায়ে হলুদের নামে অনুষ্ঠান করে বরের কপালে নারীরা, কনের কপালে পুরুষরা হলুদ লাগানো ও মিষ্টি খাওয়ানো ইত্যাদি।

● **দিবস পালনের নামে কু-সংস্কার ঃ** ❒ জন্মদিবস, মৃত্যু দিবস, ম্যারিজ ডে (বিয়ে দিবস), ভালবাসা দিবস, ১লা বৈশাখ, বসন্ত দিবস, এপ্রিল ফুল দিবস উৎযাপন করা, ❒ বিভিন্ন দিবসে কবরে ও স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দেয়া, খালি পায়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে নীরবতা পালন করা ও শপথ নেয়া, ❒ নতুন বর্ষ শুরু উপলক্ষে বোমা ফাটানো ও আতশবাজি করা, হালখাতা করা ইত্যাদি।

● **দোকানে কু-সংস্কার ঃ** ❒ বছরের প্রথম দিন ক্রেতাকে বাকি না দেয়া, ❒ সকালে ও সন্ধ্যার সময় বাকী না দেয়া, ❒ প্রথম ক্রেতাকে বাকী না দেয়া, ❒ সকাল সন্ধ্যা নিয়ম করে আগরবাতি জ্বালানো ও পানি ছিটানো, ❒ বিক্রয় বৃদ্ধির আশায় মন্দিরের ন্যায় মাসজিদের পানি এনে ছিটানো, ❒ সবসময় ক্যাশ খালি না রেখে কিছু না কিছু টাকা পয়সা রাখা, ❒ ক্রেতার সাথে প্রয়োজনে বিক্রির জন্য মিথ্যা বলা যায় মনে করা– ইত্যাদি।

● **ছেলেদের ফ্যাশনে কু-সংস্কার ঃ** ❒ ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের অনুকরণে ছেলেদের কান ছিদ্র করা ও তাতে দুল পরা, ❒ হাতে বালা ও স্বর্ণের

চেইন পরা, ☐ গলায় চেইন পরা, ☐ স্বর্ণের আংটি পরা, হাতে ও গলায় শাঁখা বাঁধা, ☐ গলায় খৃষ্টানদের মতো যোগ বা ক্রস চিহ্নিত লকেট পরা, ☐ টাইট প্যান্ট পরা, ☐ টাখনুর নিচে প্যান্ট পরা, ☐ মেয়েদের মতো ছেলেরা চুল রাখা, ☐ ছবিযুক্ত কাপড় পড়া ইত্যাদি।

- **মেয়েদের ফ্যাশনে কু-সংস্কার ঃ** ☐ কপালে ফোটা বা টিপ লাগানো, ☐ ছেলেদের মতো চুল রাখা ও কাটা, ☐ পাতলা কাপড় পড়া, ☐ গেঞ্জি, শার্ট, প্যান্ট, স্কার্ফ, চিকন ওড়না ও টাইট ফিটিং কাপড় পরিধান করা, ☐ পরচুলা বা আলগা খোপা লাগানো, মাথার উপরে মোরগের লেজের মতো করে খোপা বাঁধা, ☐ সিনেমা ও নাটকের নায়ীকার ন্যায় কাপড় পরা, ☐ প্রথম যৌবনে পর্দা করা জরুরী নয় মনে করা ইত্যাদি।
- **ধর্মের নামে কু-সংস্কার ঃ** ক্ববরের উপরে বাতি জ্বালানো, ☐ ওলিগণের মাযারের উপর গম্বুজ তৈরী করা, ☐ কামনা-বাসনা পূরণের জন্য মাযারে যাওয়া এবং পানি ও খিচুরী খাওয়া, ☐ মাযারের সুতা বা মালা গলায় কিংবা হাতে পরা, ☐ ক্ববর পাকা করা, ☐ শবে মিরাজ রাতে বিশেষ ইবাদত করা, ☐ ইসালে সওয়াবের জন্য রবিউল আওয়াল মাসকে নির্দিষ্ট করা, উরশ পালন করা, ☐ মীলাদ ও কিয়াম করা, ☐ মাযারে মান্নত করা ও ফকীরের কাছে ধর্ণা দেয়া ও টাকা দেয়া, ☐ পীরের মুরীদ হওয়া বা বাইয়াত নেয়া, ☐ ফারয সলাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা, ☐ ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা, ☐ শবে বরাত পালন করা, ☐ তাবীজ তুম্বা ব্যবহার করা ইত্যাদি।
- **রাষ্ট্রীয় কু-সংস্কার ঃ** শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তনের নামে প্রজ্জ্বলিত আগুনের সালাম দেয়া ও ফুল দেয়া, ☐ মৃত ব্যক্তির জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ☐ মানব রচিত মতবাদ দিয়ে রাষ্ট্র চালানো, ☐ অধিকারের নামে নর-নারীর অবাধে মেলামেশা ও কাজকর্ম করা ☐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা ও সহশিক্ষা চালু রাখা, ☐ সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি ব্যবস্থা চালু রাখা ইত্যাদি।
- **সফর বা যাত্রাকালে কু-সংস্কার ঃ** ☐ যাত্রার সময় পিছন থেকে না ডাকা, ☐ শুরুতে বাধাগ্রস্ত হলে যাত্রা অশুভ ভাবা ইত্যাদি।
- **পরীক্ষা সংক্রান্ত কু-সংস্কার ঃ** ☐ পরীক্ষার দিন অথবা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ডিম, মিষ্টি ইত্যাদি গোল জাতিয় খাবার না খাওয়া, ☐ কলমে ফুঁ দিয়ে নিয়ে যাওয়া, ☐ পরীক্ষায় পাস করার জন্য তা'বীজ নেয়া ইত্যাদি।
- **দিন নিয়ে কু-সংস্কার ঃ** ☐ শনিবার দিন কোথাও যাওয়া ঠিক নয় তাতে অমঙ্গল হবে মনে করা, ☐ শনিবার নতুন বউকে মায়ের বাড়িতে যেতে না দেয়া, ☐ রবিবার ও বৃহস্পতিবার বাঁশ ঝাড় না কাটা, ☐ মঙ্গলবার কোন

আত্মীয় মারা গেলে উক্ত বারেই তিনজন আত্মীয় মরে যাবে ধারণা করা ইত্যাদি।

- **মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কু-সংস্কার ঃ** ❒ মৃত ব্যক্তির রূহ চল্লিশদিন পর্যন্ত বাড়িতে আসে বিশ্বাস রাখা, ❒ মাযারে ওরশে দান করা, ❒ তিন দিনের খাবার খাওয়ানো, ❒ দশদিনে রুটি হালুয়া বাটা, ❒ মৃত ব্যক্তির নামে চাল্লিশা করা, মৃত ব্যক্তির নামে কুলখানী করা, খাবার বিতরণ করা, ❒ মৃত ব্যক্তির জন্য কবর পাকা করা ও স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা, ❒ জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চৈস্বরে যিক্‌র করা, ❒ মৃতের সামনে চিৎকার করে কাঁদা, ❒ কাপড় ছেঁড়া, ❒ গায়ে চড় মারা, ❒ বাৎসরিক অনুষ্ঠান পালন করা, উক্ত দিনগুলোতে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা, ❒ মাইয়্যেত বা মর দেহের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা, ❒ খাতমুল কুরআন পড়ানো ইত্যাদি।

- **ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কু-সংস্কার ঃ** ❒ ছোট বাচ্চারা নতুন হাঁটা শিখতে শুরু করলে তার উপর দিয়ে বিভিন্ন ফল, পিঠা ছোট ছোট টুকরো করে ঘরে বা বারান্দায় ফেলা। এরূপ করলে বাচ্চারা তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে বলে মনে করা। ❒ বাচ্চাদের মন ভোলানের জন্য মিথ্যা বলা, ❒ সালাম না শিখিয়ে প্রথমেই জিতি শিখানো, ❒ ছোট বাচ্চার জন্মের পর তার বিছানার নিচে উক্ত বাচ্চার মামার পায়ের চামড়ার জুতার টুকরা, লোহা জাতীয় জিনিস ও শুকনো মরিচ ইত্যাদি রাখা, নজর লাগবে বলে কপালে পায়ে কাজলের ফোটা দেয়া, ❒ ছোট বাচ্চাদের নতুন দাঁত উঠলে যে প্রথমে দেখবে তার সবাইকে পায়েস বা মিষ্টি খাওয়াতে হবে মনে করা, ❒ বাচ্চারা যদি ঘর বা বারান্দা ঝাড় দেয় তাহলে মেহমান আসবে বলে মনে করা, ❒ বাচ্চাদের গায়ে লাঠি বা ঝাড়ুর ছোঁয়া লাগলে জ্বর আসবে বলে মনে করা এবং পায়ে পানি ছিটিয়ে দেয়া, ❒ ভয় পেলে লবণ পানি খাওয়ানো, ❒ বাচ্চাদের টপকিয়ে বা ডিঙ্গিয়ে গেলে আর বড় হবে না মনে করা, ❒ বাচ্চাদের মন ভোলানোর জন্য মিথ্যা বলা বা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়া ইত্যাদি।

- **যৌবনে কু-সংস্কার ঃ** ❒ পর নর-নারী একে অপরের সাথে প্রয়োজন ব্যতিরেখে একে অপরের সাথে টেলিফোনে আলাপ করা, বন্ধুত্ব করা, ঘুরাফেরা করা, আড্ডা দেয়া, ঠাট্টা-মশকরা করা ইত্যাদি।

- **রাজনৈতিক কু-সংস্কার ঃ** ❒ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা, ❒ রাজনীতিতে মিথ্যা বলতে হয় মনে করা, ❒ সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, জাতিয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা, ❒ এ যুগে ইসলামী নিয়মে 'রাষ্ট্র চালানো অসম্ভব বিশ্বা রাখা, ❒ শুধু কুরআন হাদীস দিয়ে নয় বরং যুগের প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে এর সাথে মানুষের থিউরী যোগ করে সব কিছু পরিচালনা করা জরুরী মনে করা ইত্যাদি।